দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 18 NOV 2006
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

চেয়ারম্যান না থাকায় বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে স্থবিরতা

॥ বরিশাল অফিস ॥

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান না থাকায় বোর্ডের কাজকর্মে নেমে এসেছে স্থবিরতা। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যে যার ইচ্ছামত কাজ করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে আসা প্রধান শিক্ষক ও প্রভাষকরা জানান, তারা জরুরী কাজে এসে অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সময়মত অফিসে পাচ্ছেন না। ফলে তাদের বিপাকে পড়তে হচ্ছে। বোর্ডের একটি সূত্র জানায়, এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী সকাল ১১টায় অফিসে প্রবেশ করেন। আবার বের হয়ে যান ১/২টার মধ্যে। এর মধ্যে এক শ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী উৎকোচের মহোৎসবে মেতে উঠেছেন বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ভারপ্রাপ্ত বোর্ড চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন সচিব মোহম্মদ শফিকুর রহমান। তার নির্দেশ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা গুরুত্বসহকারে পালন করছেন না বলেও অভিযোগ উঠেছে। গত ২৫ এপ্রিল যোগদান করা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহম্মদ মহিউদ্দিনকে সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে হঠাৎ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন নায়েমের জেনারেল ডিরেক্টর পদে বদলি করা হয়। এখানে যোগদানের পূর্বে প্রফেসর মোহম্মদ মহিউদ্দিনের চাকরির বয়স মাত্র এক বছর থাকায় তিনি ঐ সময় বোর্ড চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব নিতে রাজী ছিলেন না। এর পূর্বে তাকে সিলেটের এমসি কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করতে বলা হলে তিনি একই অজুহাতে সেখানেও যোগদান করেননি।

পরবর্তীতে সরকারের সিদ্ধান্ত মেনে তিনি এখানে বোর্ড চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করেন। চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদানের পূর্বে প্রফেসর মহিউদ্দিন ঢাকায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করে তিনি বোর্ডের বিভিন্ন দুর্নীতি বন্ধে নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এতে একটি পক্ষ তার বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। এদিকে চেয়ারম্যান বদলির পরপরই এ পদটি পাওয়ার জন্য শুরু হয়েছে লবিং-গ্রুপিং। বর্তমানে পদটির জন্য লবিংয়ে এগিয়ে রয়েছেন বরিশাল বোর্ডের সাবেক সচিব আব্দুল জব্বার।

প্রফেসর মহিউদ্দিনের যোগদানের পূর্বে তিনি বেশ কিছুদিন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কিছু অনিয়মের অভিযোগ উঠলে তাকে বি এম কলেজের ইতিহাস বিভাগে বদলি করা হয়। এছাড়াও এ পদের জন্য জোর লবিং করছেন ভোলা সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর নাছির আহমেদ, সরকারী সৈয়দ হাতেম আলী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর সাইদুর করিম ও ভোলা সরকারী ফজিলাতুন্নেছা মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর নূরুন আমিন জাহাঙ্গীর।

সরকারের শেষ সময়ে এখানে চেয়ারম্যান নিয়োগ দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হলেও তা আবার স্থগিত হয়ে যায় বলে বোর্ডের একাধিক কর্মকর্তারা জানান।

তারা বলেন, আগামী মাসের মধ্যে ঢাকা থেকে বোর্ড চেয়ারম্যান নিয়োগ হতে পারে। তবে যারা লবিং-গ্রুপিং করছেন তারা চেয়ারম্যান হিসেবে কেউ নিয়োগ পাবেন না বলে জানান একাধিক সূত্র।